R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG. 112 Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্‌শন সিন্ডিকেট
অকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ক্রম্পটন গ্রীভস লিমিটেডের
ল্যাম্প, টিউব, ষ্টার্টার,
ফিটিংস এবং ফ্যান
ডীলার
এস, কে, রায়
হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৪

৬৯শ বর্ষ
১১ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৮ই শ্রাবণ, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
৪ঠা আগষ্ট, ১৯৮২ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪

কেন এই বিরোধ, কারা দায়ী, কতটা দায়ী (১)

বিমান হাজরা : মুরশিদাবাদ জেলার কোন কোন অঞ্চলে শোনা যাচ্ছে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। রাজ্য সরকার যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য যখন জেলার সরকারী কর্মচারীদের জরুরী নির্দেশ পাঠিয়েছেন ঠিক তখনই জেলার সরকারী কর্মচারীদের দুটি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়নের মধ্যে শুরু হয়েছে জোর লড়াই। প্রকাশ্য রাস্তার উপর এরা একে অন্যের উপর দৈহিক আক্রমণও চালাচ্ছেন। অফিসের কাজকর্ম শিকেয় তুলে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের নামে সর্ব্বত্র চলেছে মিছিল, মিটিং আর শ্লোগান। হাজারো সমস্যার মধ্যে বিভিন্ন উপলক্ষকে সামনে রেখে এই দুই ইউনিয়নের মধ্যে বিরোধ এখন তুঙ্গে। এই দুই ইউনিয়নের একটি কো-অর্ডিনেশন কমিটি, অন্যটি ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। দুটি সংগঠনই বামমনোভাবাপন্ন। প্রথমটির মদতদাতা সি পি এম। অন্যটি গঠিত হয়েছে যৌথ কমিটি ও কো-অর্ডিনেশন থেকে বেড়িয়ে আসা কয়েকশো কর্মী নিয়ে। উভয় দলই চাইছেন সদস্য সংখ্যা বাড়াতে। জেলায় সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কে বেশী শক্তিমান, কে সরকারী অফিসগুলিতে বেশী ছড়ি ঘোরাতে পারছে, বিরোধ মূলতঃ এই মনোভাব থেকেই। বিরোধের শুরু খোদ কালেকটারির ঘটনা থেকে। এখন তা এসে দাঁড়িয়েছে জেলা রেজিস্ট্রেশন অফিসের দরজায়। ন্যায়, নীতির কোন বালাই নেই। একপক্ষ হ্যাঁ বললে, অন্য পক্ষ গর্জে উঠছেন। মুস্কিলে পড়েছেন বেচারা অফিসারেরা। রাজাদের মধ্যেকার যুদ্ধে উলুখাগড়ারা শশব্যস্ত। শ্যাম ও কুল কোন্ পক্ষ কখন চটে গিয়ে অনাসৃষ্টি কাণ্ড করবেন সবার মনেই এরকম একটা আতঙ্কের ভাব প্রশাসনের নিয়ম শৃঙ্খলাকে ভেঙ্গে দিয়েছে। কোন অফিসার সব কিছুর বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেই তার কপালে জুটছে অপমান আর লাঞ্ছনা। কোথাও কোথাও মন্ত্রীরাও জেনে বা না জেনে তাদের মদত দিচ্ছেন। সংবাদপত্রে তা বেরুলেই ফোঁস করে উঠছেন একপক্ষ। হালফিল বহরমপুর রেজিষ্ট্রার অফিসে যে সব কাণ্ড কারখানা ঘটছে তাতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরটিতে দেখা দিয়েছে অচলাবস্থা। এই ঘটনার শুরু শঙ্কর কুণ্ডু নামে এক তরুণকে চাকরি দেওয়া নিয়ে। শঙ্করের বাবা উমাপদ ভগবান গোলা সাবরেজিষ্ট্রী অফিসের পিয়ন ছিলেন। '৭৯ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে অসুস্থতার জন্য উমাপদ ছুটি নেন এবং ঐ বছরের ৪ আগষ্ট তাঁর মৃত্যু হয়। ২৫-১-৭৮ তারিখের ১৩০ (৬০) এল ডব্লু নং সরকারী আদেশ অনুসারে চাকরিরত অবস্থায় কোন কর্মীর মৃত্যু হলে সংশ্লিষ্ট শূন্যপদ অথবা যে কোন শূন্যপদে প্রয়াত কর্মীর পুত্র, কন্যা বা স্ত্রীকে নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক। পিতার মৃত্যুর পর শঙ্কর একমাসের মধ্যেই যথারীতি জেলা রেজিষ্ট্রারের কাছে চাকরি চেয়ে ৬-৯ ৭৯তে আবেদন করেন। সে আবেদনে কাজ না হওয়ায় পরে সে আই জি আর (ইনস্পেকটর জেনারেল অব রেজিষ্ট্রেশন) ও বিভাগীয় মন্ত্রীর কাছে বার কয়েক আবেদন করে। জেলা রেজিষ্ট্রারের ১১-২-৮০ তারিখের ৩২৯ নং এবং মন্ত্রীর ৫-২-৮০ তারিখের ১০০ পি এস নং চিঠি দুটিতে শঙ্করের সে সব আবেদন পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার করা হয়েছে। দীর্ঘ টালবাহানার পর আই জি আর ৬-২-৮২ তারিখে ১১৬৪নং চিঠিতে শংকরকে বাবার শূন্যপদে নিয়োগের নির্দেশ

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

জেলা জুড়ে খাদ্যের হাহাকার, খাবার লুঠ, ভুখা মিছিলে পুলিশের গুলি, খুন

বিশেষ সংবাদদাতা : মুরশিদাবাদ জেলা জুড়ে খাদ্যের হাহাকার দেখা দেওয়ায় প্রায় দশ লক্ষ মানুষ প্রচণ্ড সংকটের মধ্যে পড়েছেন। এদের অনেককেই খাবারের অভাবে অনাহার ও অর্দ্ধাহারে কাটাতে হচ্ছে। খোলা বাজারে কিলোপ্রতি চালের দাম ইতিমধ্যেই পৌনে চার টাকা ছাড়িয়েছে। রেশনের ভাণ্ডারও প্রায় শূন্য। গ্রামাঞ্চলে এ সপ্তাহে ৫০০ গ্রাম করে চাল মিললেও আগামী সপ্তাহ থেকে ফুড কর্পোরেশনের গুদাম খালি হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এ অবস্থায় রেশন বন্ধ হয়ে গেলে পরিস্থিতি আরো উদ্বেগজনক হয়ে উঠার আশংকা দেখা দিয়েছে। জেলায় চাষের উপযোগী বৃষ্টি এখনও নামেনি। ফলে ২৫ ভাগ জমিতেও আবাদ সম্পূর্ণ করা যায়নি। অধিকাংশ কৃষি মজুরই তাই বেকার হয়ে পড়েছেন। উপোষী পরিবার-পরিজনদের নিয়ে অনেকেই খাবারের জন্য বিডিও অফিসগুলিতে ধর্ণা দিচ্ছেন।

সারগাছির কাছে একটি মুদিখানা দোকানের কয়েক বস্তা আটা একদল বুভুক্ষু মানুষের হাতে শনিবার বিকেলে লুঠ হয়ে গেছে। ঐ দিনই রাত্রে বেলডাঙ্গার কাছে একটি গ্রামে লালগোলা—শিয়ালদহ লাইনের একটি মালগাড়ি থেকে ফুড কর্পোরেশনের দুটি চাল ভর্তি ওয়াগান প্রায় পাঁচশো ভুখা মানুষের মিছিল লুঠ করে নেয়।

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

ভাঙ্গনে শিলান্যাস নিশ্চিহ্ন, শিশুর মৃত্যু

জঙ্গিপুর : পদ্মার তীব্র ভাঙ্গনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশংকর রায়ের শিলান্যাসের প্রস্তর ফলকটি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ধসে গেছে গ্রাম সংলগ্ন পাড়ের বিস্তীর্ণ এলাকা। ৩১ জুলাই সপার ধসে গিয়ে তিনটি শিশু পদ্মাগর্ভে পড়ে গেলে একজনের মৃত্যু হয়েছে। দু'জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। গত এক মাসে পদ্মার ভাঙ্গনে মিঠিপুরে ২০টি বাড়ি ধসে গেছে। এই এলাকায় ভাঙ্গন রোধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ১৯৭৩ সালে পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রী শিলান্যাস করেছিলেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত সে প্রতিশ্রুতি কার্য্যকরী হয়নি। ফরাক্কা ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রাজ্যের ভাঙ্গনরোধ বিভাগের ঠাণ্ডা বিরোধের ফলেই নাকি ভাঙ্গন রোধের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। এ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেও ফল হয়নি বলে গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন।

'দায় খালাস আমলাতান্ত্রিক কায়দায় শিশু শিক্ষা ব্যাহত হবে'

বিশেষ সংবাদদাতা : সমস্যাদির সমাধান না করে শুধুমাত্র সার্কুলার জারীর মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষায় নতুন মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করার সরকারী প্রচেষ্টায় আর এস পি প্রভাবিত সারা বাংলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির মুরশিদাবাদ শাখা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি না নিয়ে আকস্মিক সরকারী সারকুলার শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। সমিতির পক্ষ থেকে সম্প্রতি বহরমপুরে ডি আই-এর কাছে সামগ্রিক পরিস্থিতি জানিয়ে এক স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে। স্মারকলিপিতে প্রাথমিক শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের ব্যাপারে সিলেবাস কমিটির সুপারিশকে স্বাগত জানালেও তার প্রয়োগে বিভিন্ন ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে

(শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৮৯ সাল।

আমরা কোথায় ? (২)

আমাদের পত্রিকায় গত সংখ্যায় প্রকাশিত 'আমরা কোথায় ?' সম্পাদকীয়ের নামটি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া শুধু '২নং' যোগ করিয়া বর্তমান নিবন্ধের নাম দিলাম। অবশ্য গত সংখ্যা ও বর্তমান সংখ্যার নিবন্ধের বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের।

বর্তমানে নিবন্ধ বিদ্যুৎ বিভ্রাট লইয়া। অবশ্য বিদ্যুৎ বিভ্রাট বিষয়ক কথা আমরা পূর্বেও বলিয়াছি। কিন্তু ফ্রন্ট রাজত্বের দ্বিতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ বিভ্রাট যে রকম 'কিস্তী মাৎ' করিয়া চলিয়াছে, তাহার কোন কথা বলা হয় নাই।

নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই। শুধু এইটুকু সত্য যে, বিদ্যুৎ সংযোগ থাকিলেও তারগুলি বোধ হয়, অপরিবাহী হইয়াছে। বিদ্যুৎ সঙ্কট দিনের দিন কত সুতীব্র হইয়াছে, তাহার মালুম পাওয়া যাইতেছে কলকারখানা-জাত নানা পণ্যের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধির দাপটে। বিকল্প ব্যবস্থা যে কেরোসিন, তাহার সরবরাহ ত যথেষ্ট নয়। কেরোসিনের গুণগত মান চুলায় যাক, পাওয়ায় দুষ্কর। গৃহকর্ম, অফিসকর্ম সর্বকর্মেই বিদ্যুৎ চোখকে এমন পঙ্গু করিয়া দিয়াছে যে, রাত্রিতে কেরোসিন বাতি বা মোমবাতির আলো পীড়াদায়ক হইয়া পড়িতেছে। খবরের পর খবর পাওয়া যাইতেছে যে, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলি কর্মবিরতি পালন করিতেছে একের পর এক। এতদিন সজীব কর্মীদের কর্মবিরতির কথা শুনা যাইত। এখন দেখা যাইতেছে যে, নির্জীব যন্ত্রগুলিও সোচ্চার হইতেছে। হয়ত তাহাদের দাবী—"আমাদেরও খেয়াল খুশিমত চালু রাখা চলবে না, চলবে না।" তাই বুঝি সব বিকল ? মোদ্দা কথা এই যে, এই দুর্গতি চলিতে থাকুক, আপত্তি নাই। তবে উপযুক্ত মানের কেরোসিন যদি পাওয়া যায় এবং তাহা যদি চাহিদা মাফিক হয়, জনগণ বোধ হয়, তাহাই অভিপ্রেত গণ্য করিবেন। কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনী ইউনিট আছে, বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগ আছে, গৃহবাসীরাও বিদ্যুৎ তৃষ্ণায় ভুগিতেছেন, অথচ সব 'আঁধিয়ার'। তাই ভাবিতেছি —আমরা কোথায় ?

বামফ্রন্ট কেমন সরকার ?

শ্যামল রায়

যেখানে ৭০ শতাংশ লোক নিরক্ষর, অর্ধেকের উপর মানুষ একটু ভাতের ফ্যানের জন্য হাহাকার করে সেই দেশে বুদ্ধদেব ভাদুড়ীর তথ্য ও তত্ত্বের বাঁধন বাস্তব অবস্থাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা ছাড়া কিছুই নেই। ভারতবর্ষ গণতান্ত্রিক কাঠামোর আড়ালে একটা দেশ যেখানে সুষ্ঠুভাবে নির্দিষ্ট সময় রাজ্য চালানোই অসম্ভব। ইন্দিরা কংগ্রেসের ব্যাপক গরিষ্ঠতা সত্ত্বেও কয়েকটি রাজ্যে ঘন ঘন মন্ত্রী বদল আজ রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্নীতি ও অনাচারে ছেয়ে গেছে। মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে চুরি ও ডাকাতির অভিযোগ উঠছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রমাণিতও হচ্ছে। এই অবস্থায় এ রাজ্যের বামফ্রন্ট মোর্চ সরকার চালাচ্ছেন। অতি শত্রুরাও কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলতে পারেননি। বামফ্রন্ট গ্রামোন্নয়নে পঞ্চায়েত মারফৎ ব্যাপকভাবে টাকা ঢেলেছেন, শিক্ষকদের সম্মান দিয়েছেন, শিক্ষাকে অবৈতনিক করেছেন এবং সরকারী ক্ষেত্রে চাকরি পাওয়ার ব্যাপারে কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রকে গুরুত্ব দিয়েছেন। নিয়মের ব্যতিক্রম নিশ্চয় রয়েছে। কিন্তু তার জন্য দায়ী গুটিকয় মুষ্টিমেয় ব্যক্তি। ভাবতে ভাল লাগে যে ভারতবর্ষের বিরোধী নেতাদের মধ্যে জ্যোতি বসু আজ অদ্বিতীয়। ভদ্র এবং স্পষ্ট বক্তা হিসেবে যথেষ্ট সুনামের অধিকারী। তাই তাঁর এত জনপ্রিয়তা! এক কালে কংগ্রেসী করত মালদহের একটি ছেলে। চাকরি পেয়েছিল গঙ্গাভাঙ্গন রোধ বিভাগের জঙ্গিপুর অফিসে। '৭৬ সালে তার চাকরি যায় কয়েক বছর চাকরি করার পর। এক কংগ্রেসী নেতাকে সঙ্গে করে তিনি ছুটে যান সিদ্ধার্থ রায়ের কাছে। সেখান থেকে ছেলেটি জানতে পারে 'তার বিরুদ্ধে কলেজ লাইফে সরকার বিরোধী একটি নাটকে অংশ নেওয়ার জন্য আই বি রিপোর্ট থাকায় তার চাকরি গেছে'। সিদ্ধার্থবাবু ঝেড়ে জবাব দেন তাকে। এই অবস্থায় এল '৭৭-এর নির্বাচন। জ্যোতি বসুরা এলেন ক্ষমতায়। চাকরি হারিয়ে ছেলেটির তখন প্রচণ্ড সঙ্গীন অবস্থা। ছুটে গেলেন জ্যোতিবাবুর কাছে। জ্যোতিবাবু ছেলেটির সব কথা শুনে ডেকে পাঠালেন আই জিকে। বললেন চাকরিতে আই বি রিপোর্ট কেন ? ও সব চলবে না। গণতান্ত্রিক দেশে বেকার অবস্থায় সবাই সব রাজনীতি করার অধিকারী। অতীতের রাজনীতির জন্য চাকরি থেকে বরখাস্ত চলবে না। ছেলেটি শেষে চাকরি ফিরে পেয়েছেন। পেয়েছেন বরখাস্ত সময়ের সমস্ত মাইনা। কংগ্রেস করা ছেলেটি এখন জ্যোতিবাবুর নামে অজ্ঞান। এখন সে সি পি এমের একজন একনিষ্ঠ সমর্থক।

পানে ও আপ্যায়নে

চা ঘরের চা

রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

ফোন—৩২

সবার প্রিয় চা—

চা ভাণ্ডার

রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট

ফোন—১৬

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা

ভারত বেকারীর শ্লাইজ ব্রেড

মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সুরবল্লী কষায়

রক্ত পরিষ্কারক ও

বলবর্ধক

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত-প্রেস হইতে
অমুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

Enlistment of Contractors for Farakka Super Thermal Power Project

Applications are invited from reputed and capable Contractors for Enlistment in different categories of Civil/Electrical/Structural and Mechanical works as indicated below for the Farakka Super Thermal Power Project located at a distance of 310 KM from Calcutta, 4 KM from New Farakka Station on Eastern Railway and envisages installation of 3 × 200 MW with a provision of future extension for 3 × 500 MW units.

Category	Value of work upto
A	Rs. 50 lakhs
B	Rs 25 lakhs
C	Rs 10 lakhs
D	Rs. 5 lakhs

Interested contractors are required to submit the requisite information regarding experience, technical and financial capability, equipment resources, organisational set-up etc. in the prescribed from obtainable Form this office on written request and on payment of 100-00 (non refundable) from 9. 8. 82 to 30. 8. 82 during 8-00 hours to 15-30 hours on working days. Bidders requiring the said from by post should sent Rs 120-00 by I P. O. in favour of M/s. National Thermal Power Corporation Ltd., payable at post office, Khejuriaghat. Filled in forms along with authenticated testimonials and certificates in support of their past experience should be sent in sealed cover superscribing "Application for Enlistment" at the address given below so as to reach this office on or before 6. 9. 82.

N. T. P. C. reserves the right to accept or reject any application and to determine the category to which each individual contractor can be Enlisted.

Deputy Manager (Contracts)
Farakka Super Thermal Power Project
P. O. Farakka Super Thermal Power Plant
Dist. Murshidabad (West Bengal)

Notice No. FS : 42 : CS : 55. 1/T-48/82

সদস্য বেশী, তবু ভোট কম কেন ?

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে তাদের সদস্য সংখ্যা বেশী থাকা সত্বেও ইন্দিরা কংগ্রেসের চেয়ে বামফ্রন্টের পোষ্টাল ভোট কমায় মুরশিদাবাদ জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতারা চিন্তিত। বৃহস্পতিবার জঙ্গিপুর হাসপাতালে মহকুমা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভায় এ নিয়ে জোর আলোচনা হয়। বক্তা ছিলেন বিনয় ভৌমিক। তিনি সরকারী কর্ম্মচারীদের স্বার্থে বামফ্রন্ট সরকারের গৃহীত কর্মসূচীর ব্যাখ্যা দেন এবং এ নিয়ে স্থানীয় নেতাদের প্রচার চালাবার পরামর্শ দেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন হরেন সিংহ।

কারা দায়ী, কতটা দায়ী

১ম পৃষ্ঠার পর

জারী করেন। সে নির্দেশ মে মাস পর্যন্ত জেলা রেজিষ্ট্রার কার্য্যকরী না করায় ওয়েষ্ট বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (ওয়ান ইউনিট) থেকে এ ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করা হতে থাকে। নতুন জেলা রেজিষ্ট্রার বিমল ব্যানার্জী শঙ্করের নিয়োগপত্রে সই করতে গেলে কো-অর্ডিনেশন বাধা দেন। ২৯ মে এই রেজিষ্ট্রারের ঘরে দুই ইউনিয়নের নেতাদের মধ্যে তুমুল বচসা শুরু হয়। চেয়ার, টেবিল ভাঙ্গচুর করা হয়। জনকয় কর্মচারী আহত হন। শঙ্করের নিয়োগপত্র বাতিল করে জেলা রেজিষ্ট্রার কো-অর্ডিনেশন কর্মীদের সাহায্যে বাড়ি ফিরে যান রাত্রি নাগাদ। [চলবে]

পুলিশের গুলি, খুন

১ম পৃষ্ঠার পর

পুলিশ সেই মিছিলে আট রাউণ্ড গুলি চালালে দুই ব্যক্তি মারা যান। আহত হয়েছেন তিন জন। পুলিশ বহু মানুষকে গ্রেপ্তার করেছে। উদ্ধার করেছে বস্তা দশেক চাল। পরিস্থিতি সামলাতে জেলার কয়েকটি গ্রামে লঙ্গরখানা খোলার দাবী জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে জেলার মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। আশা করা হচ্ছে আগামী সপ্তাহের মধ্যেই জেলার উদ্বেগজনক এলাকাগুলিতে লঙ্গরখানা চালু করা হবে। জেলা প্রশাসনের একটি মহল থেকে পরিস্থিতি সামলাতে ভারত সেবাশ্রম সংঘকে আহ্বান জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে কয়েকজন এম এল এ ও এক মন্ত্রী নাকি আপত্তি জানিয়েছেন। তারা চেয়েছেন সরাসরি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে লঙ্গরখানা চালু করতে।

শিশু শিক্ষা ব্যাহত

১ম পৃষ্ঠার পর

ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়েছে। তাদের অভিযোগ, শিক্ষাবর্ষের ছ'মাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও প্রাথমিক শ্রেণীর বহু ছাত্রছাত্রী পাঠ্যপুস্তক পায়নি। কমিটির সুপারিশমত বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণ, অত্যাবশ্যকীয় শিক্ষা উপকরণ, উপযুক্ত সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্রদের বসার আসন, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রভৃতি কাজ কিছুই এগোয়নি। এমনকি বহু স্কুলে সরকারী সিলেবাস কমিটির সুপারিশ সংক্রান্ত বইটিও পৌঁছায়নি। এই অবস্থায় সবকাজ সম্পূর্ণ করে আগামী বর্ষ থেকে প্রাথমিক শিক্ষায় নতুন পদ্ধতি চালু করলে সুফল মিলত। সমিতি ডি আই এর কাছে উল্লিখিত বিষয়গুলি সম্পর্কে ছ'দফা দাবীপত্র পেশ করেছেন।

জায়গা বিক্রী

রঘুনাথগঞ্জ শহরের মধ্যস্থলে ভদ্র পল্লীতে উঁচু স্থানে বসত বাটীর জন্য প্লট হিসাবে জায়গা বিক্রী আছে। কাছারী, ব্যাঙ্ক, স্কুল ইত্যাদি খুব কাছে। অনুসন্ধান করুন—

ডাঃ গৌরীপতি চট্টোপাধ্যায়
মণিবাবু)
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

ডাকাত খুন, গ্রেপ্তার পিস্তল ও বন্দুক উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা : মুরারই থানার এক গ্রামে ডাকাতির সময় শুক্রবার রাত্র ডাকাত খুনের জের হিসাবে সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ জঙ্গিপুরের দুটি গ্রাম থেকে দুটি বন্দুক উদ্ধার করেছে। পুলিশী সূত্রে প্রকাশ, ঐ ডাকাতির ঘটনায় নিহত ডাকাত এবং ধৃত দু'জন ডাকাত রঘুনাথগঞ্জ থানার কুখ্যাত ব্যক্তি। ডাকাতি করার সময় নিজেদের ব্যাগের একটি বোমা ফেটে গেলে ডাকাত দলটি ধরা পড়ে। এবং গণপ্রহারে একজন মারা যায়। রঘুনাথগঞ্জ থানা সূত্রে প্রকাশ, শুক্রবার রাত্রে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে থানা অফিসার দয়াল মুখার্জী রঘুনাথগঞ্জ গাড়িঘাটের এক বাড়ি থেকে সুকু সেখ নামে এক কুখ্যাত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে একটি দেশী পিস্তল ও একটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। কার্তুজটি পুলিশ বিভাগের। তবে সেটি বাংলা দেশ পুলিশ বিভাগেরও হতে পারে বলে পুলিশ জানায়।

ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস

ষ্টোন মার্চ্চেণ্ট এণ্ড গভঃ কনট্রাক্টর
পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী
ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয় সড়কের নিকটস্থ ক্র্যাসার ইউনিট
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে
ষ্টোন চাপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,
পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭
ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮
তাং ২৪-৩-৭০

বেপরোয়া বৃক্ষছেদন বন্ধ করা হোক

সাগরদীঘি : মনিগ্রাম ঈদগাহা হইতে বালিয়া গ্রাম পর্য্যন্ত সড়কটি নির্মাণের জন্য সরকার থেকে সম্প্রতি মাপজোখ শুরু করা হয়েছে। কিন্তু সড়ক নির্মাণের শুরুতেই যে ভাবে গাছ কাটা পর্ব চলছে তাতে ঐ অঞ্চলের মানুষেরা ক্ষুব্ধ। এ ব্যাপারে তাঁরা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

রুক্ষ মাটির দুঃখ কতো জানো?
ইউকোব্যাঙ্ক কাছেই আছে
জলের ধারায় সবুজ শোভা আনো

পর্যাপ্ত জলের অভাবে ঘরে তোলার আগেই ক্ষেতের ফসল শুকিয়ে যায়। চাষের জমি রুক্ষ হয়।

প্রকৃতির এই খেয়ালকে বশে আনতে ইউকোব্যাঙ্ক আপনাকে সাহায্য করতে পারে। কূপ খনন বা কূপ গভীর করা, জলনালী কাটা, ক্ষেতের জন্যে ডিজেল বা বৈদ্যুতিক পাম্পসেট বসানো অথবা লিফট ইরিগেশন, যার যা দরকার, সকলের কথা ভেবেই ইউকোব্যাঙ্কের কৃষি ঋণ প্রকল্পগুলি তৈরি। এছাড়া, আধুনিক ধাঁচে চাষ বাস ও ফসল বাড়িয়ে তোলার জন্যেও ইউকোব্যাঙ্কের ঋণ পরিকল্পনা আছে। যেমন ধরুন, ট্র্যাকটর ও ট্র্যাকটর চালিত উপকরণ, পাওয়ার টিলার (মোটর চালিত লাঙ্গল) ও তার যন্ত্রপাতি, লাঙ্গল, মই ইত্যাদি দেশীয় উপকরণ বা উন্নত যন্ত্রপাতি, হস্তচালিত বা বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত স্প্রেয়ার ও ডাস্টার, চাষ ও বাগানের উপযোগী যন্ত্রপাতি এবং ভালো সার ও বীজ কেনার জন্যে ইউকোব্যাঙ্কের নানা ঋণ প্রকল্প চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত এমন সকলেরই কাজে আসবে। অতএব প্রকৃতির এইসব ছোটোখাটো খেয়ালে হার না মেনে আজই কাছাকাছি ইউকোব্যাঙ্কের কোনো শাখায় যোগাযোগ করুন। ঘরে সোনার ফসল তুলুন।

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

UCO/CAS-101/81 BEN